|  |
| --- |
| **খাদ্য মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী এবং এদের অনেকেই দরিদ্র ও নিম্নআয়ের। এই জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় রেখে খাদ্য মন্ত্রণালয় নারীসহ দেশের সকল জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ খাদ্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ওএমএস ও লক্ষ্যমুখী কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য (চাল ও আটা) বিতরণ এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে শুভেচ্ছামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া ভেজালমুক্ত ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়নে পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল সরবরাহ, জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ দরিদ্র নারী ও শিশু উপকৃত হচ্ছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

Allocation of Business অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কাজ হচ্ছে−সম্ভাব্য পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিবেচনায় রেখে দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও নীতি কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি এবং খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ, মজুদ, বিতরণ ও চলাচল নিশ্চিতকরণ। এছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্যশস্যের সরকারি ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, প্রাপ্যতা সহজলভ্যকরণ, খাদ্যের মান পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্য পরিকল্পনা, নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩-এর আওতায় গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন এবং যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।

জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি-২০২০-এর কৌশল ৪.৩-এ জীবনচক্রব্যাপী সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বেষ্টনীর দ্বারা সকল মানুষ বিশেষত নারীর জীবন চক্রের নানা পর্যায়ের (যেমন−বয়স্ক, দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী) খাদ্য ও পুষ্টি প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে খাদ্য মন্ত্রণালয় কৌশল গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের একটি (০১) আইন, তিনটি (০৩) বিধি ও এগারোটি (১১) প্রবিধানমালা রয়েছে, যা দ্বারা খাদ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াস চালানো হয়।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এর দ্বিতীয় বিভাগের অনুচ্ছেদ ৩০-এ নারীর নিরাপত্তাসহ দুস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর অবদানকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

SDG-এর ২.১ Target অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। SDG-এর ২.২ অনুচ্ছেদ-এ কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান করার ম্যান্ডেট রয়েছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১৩৮ | ১০৫ | ৩৩ | 23.9 |
| খাদ্য অধিদপ্তর | ৭,২৫৫ | ৬,০১৪ | ১,২৪১ | 17.1 |
| বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ | ৩০৩ | ২৪৭ | ৫৬ | 18.৫ |
| **মোট :** | **৭,৬৯৬** | **৬,৩৬৬** | **১,৩৩০** | **17.৩** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **কর্মসূচি** | **মোট**  **(লক্ষ)** | **পুরুষ**  **(লক্ষ)** | **নারী**  **(লক্ষ)** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ওএমএস (16.03.2023 তারিখ পর্যন্ত) | ২১৩.৫ | 102.0 | 111.5 | 52.2 |
| খাদ্যবান্ধব (13.03.2023 তারিখ পর্যন্ত) | ৪৩.২ | 28.2 | 15.0 | 34.৭ |
| **মোট :** | **২৫৬.8** | **১৩০.২** | **১২৬.৫** | **49.৩** |

খাদ্যশস্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকার একদিকে যেমন উৎপাদন মৌসুমে প্রণোদনা মূল্যে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে থাকে, অন্যদিকে খাদ্যশস্যের বাজারদর ঊর্ধ্বমুখী হলে লক্ষ্যভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণ করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হয়। এমনি একটি বিতরণ কর্মসূচি হলো OMS বা খোলা বাজারে বিক্রয় কার্যক্রম। OMS-এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়। আর এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশই হচ্ছে নারী। ফলে OMS কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বল্প আয়ের নারীদের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে। এটি একটি নারীবান্ধব কার্যক্রম।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৫.১৯ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের উপকারভোগীদের অধিকাংশই নারী।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| দরিদ্র বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে ওএমএস কর্মসূচি | খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (OMS) একটি নারীবান্ধব কর্মসূচি। দুস্থ নারীরা সরাসরি স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের সুযোগ পান। এতে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও আয়বর্ধক কর্মে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। |
| দরিদ্র বিশেষত নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্য প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি | এ কর্মসূচির মাধ্যমে চাল বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামের বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যেসব দুস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে পারলে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, যারা নারী, তারা সরাসরি উপকৃত হয়। |

**6.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.৫০ লাখ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৫.১৯ লাখ মে.টন চল বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে চাল বিতরণের ক্ষেত্রে দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয় । OMS বা খোলা বাজারে বিক্রয় কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হয়। আর এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশই হচ্ছে নারী। ফলে OMS কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বল্প আয়ের নারীদের খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করছে । খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় দেশের দুর্যোগপ্রবণ ১৯টি জেলার ৬৩টি উপজেলায় ৫ লক্ষ পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমে উপকারভোগী হিসেবে প্রায় ২৭% নারী অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া, প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে ২৫% নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

**7.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা না থাকায় নারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও শিশুরা নানারূপ ভোগান্তির স্বীকার হয়; এবং
* নারীরা পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (OMS) কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক সময় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

**8.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* দুস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;
* খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
* সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারীবান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা;
* দুস্থ নারীদের চিহ্নিতকরণ ও খাদ্য বিতরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় নারী জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা;
* ওএমএস ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারণ ও নারী লক্ষ্যভিত্তিক করা;
* খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থায়/মাঠ পর্যায়ের অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা; এবং
* নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় দুস্থ নারীদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।